দৈনিক বাংলা

তারিখ ...07 JUN 1995...
পৃষ্ঠা ...7... কলাম ...6...

বিএম কলেজ অদূর ভবিষ্যতে পূর্ণাঙ্গ ভার্সিটি হবে ঃ প্রেসিডেন্ট

প্রেসিডেন্ট আবদুর রহমান বিশ্বাস বৃহস্পতিবার এই মর্মে আশ্বাস দিয়ে বলেছেন যে ব্রজমোহন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ অদূর ভবিষ্যতে ইনশাল্লাহ্ একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হবে। খবর বাসস'র।

প্রেসিডেন্ট বিশ্বাস কলেজের ত্রিশ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদলের সঙ্গে আলাপ করছিলেন। এর আগে প্রতিনিধি দলটি প্রেসিডেন্ট আবদুল রহমান বিশ্বাসের সঙ্গে বঙ্গভবনে সাক্ষাৎ করতে আসেন। কলেজের অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, বিভাগীয় প্রধান ও অধ্যাপকগণ প্রতিনিধি দলে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। কলেজের অধ্যক্ষ

(৪-এর পৃঃ ৫-এর কঃ দ্রঃ)

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) **প্রেসিডেন্ট**

অধ্যাপক মোহাম্মদ শাহজাহান খান প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন।

প্রতিনিধিদলের সদস্যরা এক স্মারকলিপিতে প্রেসিডেন্টকে জানান যে বিএম বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে ১৯টি বিষয়ে মাস্টার্স কোর্স এবং ১৭টি বিষয়ে অনার্স কোর্স চালু রয়েছে। তারা দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন যে দক্ষিণাঞ্চলে কোন বিশ্ববিদ্যালয় নেই। এই কলেজকে একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করার যথেষ্ট যুক্তি রয়েছে।

তারা শিক্ষকসহ তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের পদসংখ্যা বৃদ্ধি, আবাসিক হোস্টেল সম্প্রসারণ, মিলনায়তন আধুনিকীকরণ এবং ছাত্র-শিক্ষকদের পরিবহন ব্যবস্থা করার দাবী জানান। তারা পেসিডেন্ট বিশ্বাসকে আরও অবহিত করেন যে কলেজে কোন প্রকার সহিংসতা ও সন্ত্রাসী তৎপরতা নেই, কলেজে শিক্ষার একটি সুন্দর ও শান্তিপূর্ণ অনুকূল পরিবেশ রয়েছে।

প্রেসিডেন্ট বিশ্বাস বলেন, তিনি তাঁর জীবনেও শিক্ষাকে অধিক প্রাধান্য দিয়েছেন। কারণ, শিক্ষা একটি জাতিকে আলোকিত করতে পারে এবং অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর ও সমৃদ্ধ করতে পারে। তিনি বলেন, শিক্ষাখাতে বিনিয়োগ সব সময় সুফল বয়ে আনে। কারণ, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও দূরপ্রাচ্যের দেশসমূহে শিক্ষিতের হার বেশী থাকায় সেসব দেশে চমৎকার অগ্রগতি হয়েছে।

প্রেসিডেন্ট বলেন যে জাতি হিসাবে আমাদের কোন প্রকার হীনমন্যতায় ভোগার কারণ নেই। বিদেশে আমাদের দেশের ছাত্ররা চমৎকার ফল করছে। কাজকর্মের দিক থেকেও আমাদের দেশের ডাক্তার ও ইঞ্জিনীয়াররা অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক ভাল করছেন।

প্রেসিডেন্ট বিশ্বাস বলেন, এমন কি অন্যান্য দেশের গণতন্ত্র রক্ষার দায়িত্বে বিদেশে শান্তিরক্ষী মিশনে নিয়োজিত আমাদের দেশের সৈন্যরাও কর্মক্ষেত্রে প্রশংসা অর্জন করেছেন। আমাদের গ্যাস ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে। অচিরেই আমরা অবশ্যই সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাব এবং অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামবো।

প্রেসিডেন্ট বিশ্বাস দেশ ও ছাত্রদের মধ্যে যে সম্ভাবনা লুকিয়ে রয়েছে তা ছাত্রদের কাছে সঠিকভাবে তুলে ধরার জন্য শিক্ষকদের প্রতি আহ্বান জানান, যাতে তারা কোন প্রকার হীনমন্যতায় না ভোগেন।

অন্যান্যের মধ্যে উপাধ্যক্ষ সায়েদুল ইসলাম, মোহাম্মদ কুদরত-এ-খোদা, মোহাম্মদ শাহজাহান, হিমাংশু ভূষণ মিত্র, অধ্যাপক মোহাম্মদ গাজী, মোহাম্মদ ইউসুফ শরীফ, হেমায়েত হোসেন খান, সচীন্দ্র নাথ মজুমদার, মোহাম্মদ আবু তৈয়ব, মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম চৌধুরী, মোহাম্মদ সৈয়দ আলী ও মাহতাব উদ্দিন সিকদার এ উপলক্ষে উপস্থিত ছিলেন।